بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

# হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার নসীহত

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার**

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ সকালে আমি ঈদের খুতবাও প্রদান করেছি, তাই এখন আমি সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান করব। এ উদ্দেশ্যে আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি নির্বাচন করেছি, যে বিষয়ে আমাদের সর্বদা বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, **একজন মু'মিনের পার্থিবতার সাথে সম্পর্ক যতই গভীর হোক না কেন, তা তার আধ্যাত্মিক উচ্চমর্যাদা লাভের কারণ হয়। কেননা, তার মূল লক্ষ্য থাকে দ্বীন বা ধর্ম।**

এই পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন- মু'মিনের পরিচয় হলো, পার্থিবতার সাথে তার যতটুকু সম্পর্কই থাকুক না কেন তা যেন একমাত্র ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই হয়। তার পার্থিব সম্পর্ক, সম্পদ ও সম্মান সবকিছু ধর্ম সেবায় নিবেদিত থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, **পার্থিবতাকে এমনভাবে অর্জন করতে হবে যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে স্পষ্ট করেছেন যে- দুনিয়াও যদি উপার্জন করতে হয়, তবে তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের দ্বীন বা ধর্মকে আরও উন্নত করা; আমাদের দ্বীনের সেবা করতে হবে। দুনিয়া উপার্জন করতে হবে দ্বীনের কল্যাণের জন্য; ভুল পথে চলে নিজের দুনিয়া ও আখেরাত নষ্ট করার জন্য নয়। বরং নিজের আখেরাতকে সুন্দর করতে এবং নিজের দ্বীনকে উজ্জ্বল করতেই আমাদের দুনিয়া উপার্জন করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, **পার্থিবতাকে এমনভাবে অর্জন করতে হবে যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।**

**যেমন, একজন ব্যক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য সফরে 'বাহন ও রসদ' নেয়, কিন্তু তার মূল লক্ষ্য থাকে গন্তব্যে পৌঁছানো; বাহন বা রসদ তার মূল লক্ষ্য থাকে না।**

এর ব্যাখ্যায় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-সফরে আমরা সাথে যেসব জিনিস নিই বা যেসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যেন সফরটি আমাদের আরামদায়ক হয় এবং আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি; সফর বা সফরের সরঞ্জামাদি ভোগ করা আমাদের মূল লক্ষ্য নয়।

তিনি বলেন-অনুরূপভাবে মানুষ দুনিয়া হাসিল করবে ঠিকই, তবে তাকে দ্বীনের সেবক মনে করে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বর্ণনা করেছেন -আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই দোয়া শিখিয়েছেন: **রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান-নার**। অর্থাৎ: হে আল্লাহ্! আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতের কল্যাণও দান করো এবং আমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো। এখানে আল্লাহ্‌তা'লা মু'মিনকে দুনিয়া ও আখেরাত-উভয় জগতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন-আল্লাহ্‌তা'লা এখানে যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন: 'রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ'-এখানেও দুনিয়াকে আগে রাখা হয়েছে; কিন্তু কোন্ দুনিয়া? তিনি (আ.) বলেন: 'হাসানাতুদ দুনিয়া' ( অর্থাৎ, দুনিয়ার কল্যাণ)-যা আখেরাতের কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন-সেই দুনিয়া, যা আখেরাতে কল্যাণের কারণ হয়। এমন দুনিয়া অর্জন করতে হবে যা আখেরাতেও কল্যাণ বয়ে আনে, এমন দুনিয়া নয় যা আখেরাতে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি আমরা কেবল দুনিয়াতেই মগ্ন হয়ে যাই, তবে পরকালে আমাদের অবশ্যই লজ্জিত হতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, **এই দোয়া থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একজন মু'মিন পার্থিবতা অর্জনের সময় আখেরাতের কল্যাণের কথা বিবেচনায় রাখে। "হাসানাতুদ দুনিয়া" শব্দের মধ্যে সেসব উত্তম উপায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মু'মিনের পার্থিবতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা উচিত**। পার্থিবতাও এমন পদ্ধতিতে অর্জন করো, যাতে তা কল্যাণকর ও উত্তম হয়; এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা উচিত নয় যা মানবজাতির জন্য কষ্টের কারণ হয় এবং তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য লজ্জার কারণ হয়। এমন জীবনপদ্ধতি অবলম্বন এবং এমন দুনিয়া অবশ্যই আখেরাতের কল্যাণের কারণ হবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন: এমন দুনিয়া উপার্জন করো, যা দিয়ে কেবল তোমার নিজের নয়, বরং মানবতারও উপকার সাধন হয়। আর দুনিয়াতে এমন কোনো কাজ করো না, যা তোমার জন্য লজ্জার কারণ হয়, তোমার পরিবার এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য অপমানের কারণ হয়। বরং জীবন হতে হবে পবিত্র, নেকি ও তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যখন জীবন এমন হবে এবং তুমি এমন দুনিয়া উপার্জনে তোমার জীবন ব্যয় করবে-তখন তা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই পুরস্কৃত করবে।

জুমুআর খুতবার শেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-

আজ যখন বিশ্ব নিজেদের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য পূরণে নিমগ্ন, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে; যদি জাতিগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখি তারা কেবল নিজেদের জাতির চিন্তায় বিভোর, মানবতার কোনো চিন্তা তাদের নেই। আর এই স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তারা নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত আল্লাহ্‌তা'লার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার দিকে মনোনিবেশ করা। আমাদের এখন এই দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যেন আমরা আমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করতে পারি এবং সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। পৃথিবী আজ ধ্বংসের গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছে-আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের নিজেদের আমলগুলো সংশোধন করার তৌফিক দিন এবং এই লক্ষ্যে দোয়া করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রকৃতপক্ষে এই 'হাসানাত' বা কল্যাণগুলো অর্জন করার এবং সর্বোত্তম দোয়া করার তৌফিক দান করুন এবং সেগুলো কবুলও করুন। আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

## নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্‌ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

*13 March 2026*

*Distributed by*

Ahmadiyya Muslim Mission
*.....P.O.....*
*Distt.....Pin.....W.B*

**To,**

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in